بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৬শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এই পৃথিবীতে অনেক মানুষ অনেক কথা অযথা এবং অকারণেই বলে। অনেকেই এমন আছে যারা হাসি-ঠাট্টার ছলে কাউকে কোন বাজে কথা বলে বসে এবং এর ফলে ঝগড়া বিবাদের সূত্রপাত হয়। অনেক সময় বিভিন্ন মিটিং বা বৈঠকে এমন সব কথা বলা হয় যা বৃথা হয়ে থাকে বা কেবল কথার খাতিরে কথা বলা হয়। অনেক সময় এমন ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপাত্মক কথাও বলা হয় যার ফলে অন্যের কষ্ট হয় অথবা এমন অলাভজনক বা বৃথা কথাবার্তা হয় যা কোন অর্থেই কারও জন্য লাভজনক হয় না। এটি সম্পূর্ণরূপে সময় নষ্ট করা বৈ আর কিছু নয়। 'লাগাভ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, বৃথা এবং অলাভজনক কথাবার্তা বলা বা অবিবেচকের মতো কথাবার্তা বলা, অনর্থক কথা বলা আর নির্বোধের মতো কথা বলা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের 'লাগাভ' কর্মকান্ড থেকে বারণ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় খোদা তা'লার এই নির্দেশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরাতে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন,

'وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا' (সূরা আল্ ফুরক্বান: ৭৩) এখানে মু'মিনের লক্ষণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, সে যখন কোন বৃথা কার্যকলাপ দেখে তখন সসম্মানে তা এড়িয়ে যায়। এখানে তিনি মহিলাদের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মহিলারা সবসময় বৃথা কার্যকলাপের প্রতিই আকৃষ্ট থাকে, যদিও আজকাল পুরুষদের অবস্থাও এমনই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ তারা বিনা অকারণে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে বেড়ায় যে, এই কাপড় কত টাকা দিয়ে ক্রয় করেছ? এই গয়না কোত্থেকে বানিয়েছ? ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যে, ছোট ছোট কথা এগুলোও বৃথা কাজ। এই কথাগুলো নিছক বস্তুবাদিতা, এর কোন লাভজনক দিক নেই। অনেক সময় পাশে যেসব মহিলা বসে থাকে তাদের ওপরও এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। তিনি বলেন, মহিলারা যতক্ষণ এর পুরো ইতিহাস এবং আদ্যপান্ত উদঘাটন না করবে ততক্ষণ স্বস্তি পায় না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, একজন মহিলা একটি আংটি বানিয়েছিল, কিন্তু কেউ সেই আংটির প্রতি দৃষ্টিপাতই করেনি। সেটি খুবই আকর্ষণীয় একটি স্বর্ণের আংটি ছিল। অবশেষে সে বিরক্ত হয়ে নিজেই নিজের ঘরে অগ্নি সংযোগ করে। মানুষ তাকে জিজ্ঞেস করে, আগুন থেকে আদৌ কিছু রক্ষা পেয়েছে কি? সে বলে, এই আংটি ছাড়া আর কোন কিছুই রক্ষা পায়নি। তখন আরেকজন মহিলা তাকে জিজ্ঞেস করে, বোন! এই আংটি তুমি কবে বানিয়েছ? এটি তো খুবই সুন্দর এক আংটি। সে তখন বলে, তুমি যদি এই কথাটি আমাকে পূর্বে জিজ্ঞেস করতে তাহলে আমার ঘরই পুড়তো না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই বদভ্যাস কেবল মহিলাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, পুরুষদেরও এমন বদভ্যাস রয়েছে। বিনা অকারণে

অনেক সময় অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করে। যেমন সালামের পর জিজ্ঞেস করে, কোত্থেকে এসেছ, কোথায় যাবে, কত আয় কর? প্রশ্ন হলো, এমন বিষয়ে অন্যের নাক গলানোর প্রয়োজনই বা কী? এরপর তিনি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে ইংরেজদের কথা বলেন, ইংরেজদের ক্ষেত্রে কখনও এমনটি হয় না যে, তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কোথায় চাকরী কর, তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা কি, বেতন কত পাও ইত্যাদি, ইত্যাদি। এভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কথা জিজ্ঞেস করার ধারণাই তাদের মাথায় আসে না।

অতএব 'লাগাভ' শুধু এমন বিষয় নয় যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর বরং প্রতিটি অলাভজনক কথাই 'লাগাভ' এর শ্রেণীভুক্ত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বিষয়টি এভাবেও ব্যাখ্যা করেন যে, **"এমন কাজ করা যা না করলে বিশেষ কোন লাভ বা ক্ষতি হয় না তা-ই 'লাগাভ' বা বৃথা কাজ।"** অতএব মু'মিন হওয়ার জন্য শর্ত হলো, তার সবসময় উদ্দেশ্য প্রণোদিত কথাবার্তা বলা এবং সকল প্রকার বৃথা কার্যকলাপ থেকে মুক্ত থাকা। কিন্তু আমরা যদি যাচাই করি তাহলে দেখা যায়, অনেক মানুষ এমন আছে যারা অহেতুক কথাবার্তা বলে থাকে।

এখন আমি আপনাদের সামনে আরে কিছু শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন আর যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) উপস্থাপন করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি চুটকি বা কৌতুক শোনাতেন। একজন মেথর ছিল। সে একবার লাহোরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে গ্রামে বসবাস করত, শহরের আবর্জনা ইত্যাদি পরিষ্কার করতো। সে দেখলো যে, শহরে প্রচন্ড হৈ-চৈ হচ্ছে, হিন্দু ও মুসলমান নর-নারী সবাই ক্রন্দনরত। সে কাউকে এর কারণ জিজ্ঞেস করে। তাকে জানানো হয়, মহারাজা রঞ্জিত সিং মৃত্যু বরণ করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, সেই সময় শিখদের রাজত্ব ছিল আর তাদের মাঝে এমন অনেক রাজাও ছিল যাদের অনেক দুর্নাম রয়েছে। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই আর আমিও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বারংবার শুনেছি যে, মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের রাজত্বকালে এখানে শান্তির রাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি অশান্তির কারণগুলো অনেকটাই দূরীভূত করেছিলেন। মুসলমানদের ওপর শিখদের অত্যাচারের যেসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে তা অন্যান্য বাদশাহ্দের যুগের, যখন দেশের রাজত্ব ছিল বহুধা বিভক্ত, লুটপাট হচ্ছিল আর সর্বত্র নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। মহারাজা রঞ্জিত সিং সর্বদা শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চেষ্টা করতেন এবং মুসলমানদের সাথেও অনেকটা ভালো ব্যবহার করতেন। তিনি (রা.) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তার মন্ত্রীদের মাঝে মুসলমানরাও ছিল। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের দাদাও অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা, তার তার একজন জেনারেল ছিলেন। তার যুগে অনেক মুসলমান বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিল। তার কারণে দেশে যে শান্তি বিরাজমান ছিল তার ওপর দৃষ্টিপাতে আর তার পূর্বে বিরাজমান নৈরাজ্যকে স্মরণ করে সবাই তার মৃত্যুর কারণে দুঃখ ভারাক্রান্ত ছিল এবং মানুষ কাঁদছিল। সেই মেথর এই হৈ-হুল্লোড় এর কারণ জিজ্ঞেস করলে কেউ তাকে বলে,

মহারাজা রঞ্জিত সিং মৃত্যু বরণ করেছেন। এতে সে অবাক হয়ে সেই ব্যক্তির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং জিজ্ঞেস করে, মানুষ তার মৃত্যুতে এত ব্যাকুল কেন? আমার পিতার মতো মানুষ যেখানে মারা গেছেন সেখানে মহারাজা রঞ্জিত সিং মারা গেলে সমস্যা কোথায়? এই চুটকি বা কৌতুক শুনিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, যার কাছে যে জিনিসের মূল্য থাকে সেটিই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সেই মেথরের পিতা যেহেতু তাকে অনেক ভালোবাসতো তাই তার কাছে সে-ই প্রিয় ছিল। আর মহারাজা রঞ্জিত সিং লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার করলেও এই ব্যক্তি যেহেতু সেই লক্ষ মানুষের অন্তর্ভুক্ত ছিল না আর তার চিন্তা ধারার গন্ডিও যেহেতু ব্যাপক ছিল না, যার ফলে সে বুঝতে পারতো যে, দেশের কল্যাণ এবং নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর ব্যক্তিগত স্বার্থ এর সামনে কোন অর্থই রাখে না, তাই তার দৃষ্টিতে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ এবং মূল্যায়নের যোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন তার পিতা এবং তাকেই মূল্যায়ন করা উচিত। তিনি যেহেতু এখন মারা গেছেন তাই মহারাজা রঞ্জিত সিং মারা গেলে কিইবা আসে যায়। অতএব পৃথিবীতে নিজের প্রয়োজনের গুরুত্বের নিরিখে অনেক ছোট জিনিসও বড় হয়ে যায় আবার অনেক বড় জিনিসকেও জ্ঞান হীনতার কারণে মানুষ অবজ্ঞা করে। একজন শিশুকে খুবই মূল্যবান হীরা দিয়ে দিলেও সে এর কিইবা মূল্য বুঝবে। অতএব একজন মু'মিনকে তার আচার-আচরণ এবং আচার ব্যবহারের মাধ্যমে বা অন্যের উপকারে আসার মাধ্যমে এবং অন্যের ওপর অনুগ্রহ করে নিজের গুরুত্ব পৃথিবীর সামনে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। তার দৃষ্টি যেন সীমিত না থাকে, কেবল তার নিকটাত্মীয়রাই যেন তার জন্য না কাঁদে বরং সে যেখানে থাকে, যে সমাজে বাস করে সেখানে যেন তার গুরুত্ব গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। সবারই নিজস্ব একটি কর্মগন্ডি আছে আর সেই গন্ডিতে কোন আহমদীর পরিচিতি বা সুপরিচিতির গন্ডি শুধু তার নিজের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে না বা কেবল তার জন্যই কল্যাণকর হয় না বরং জামাতের জন্যও তা সুনাম বয়ে আনে আর এভাবে তবলীগের পথও উন্মোচিত হয়। একজন আহমদী যদি নেক প্রভাব বিস্তারকারী হয় তাহলে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারবে যে, ইসলামের প্রকৃত অর্থ এবং মর্ম কী, আর পৃথিবীর শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য এযুগে ইসলামী শিক্ষাই হলো একমাত্র শিক্ষা যা প্রকৃত নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে। অতএব পৃথিবীর মানুষের জ্ঞানের যে অভাব রয়েছে বা জ্ঞানশূন্যতা রয়েছে সেই জ্ঞান সৃষ্টির জন্য আমাদের সবার উচিত স্ব-স্ব গন্ডিতে অবদান রাখা।

অনেকেই সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে এই আত্মপ্রসাদ নেয় যে, আমরা অনেক কিছু করে ফেলেছি, বা অনেকেই এমনও থেকে থাকে যারা কোন কুরবানী না করেই মনে করে, আমরা কুরবানী করেছি বা অন্যের ওপর অনুগ্রহ করেছি। এমন লোকদের সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতেন। এক ব্যক্তি কাউকে নিমন্ত্রণ করে আর সাধ্যানুসারে তার সেবায় কোন প্রকার ত্রুটি করেনি। অতিথি যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন ঘরের মালিক তার কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে বলে, আমার স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন এবং আরও কিছু সমস্যা ছিল বলে আপনার পুরোপুরি সেবা করা সম্ভব হয়নি। আশা করি আপনি আমায় ক্ষমা করবেন। একথা শুনে অতিথি বলে, আমি জানি তুমি কোন উদ্দেশ্যে

একথা বলছো। আমি তোমার প্রশংসা করি এবং তোমার অনুগ্রহের কথা স্বীকার করি— এটিই তুমি চাও। এই ছিল অতিথির চিন্তাধারা। সেই অতিথি বলে, কিন্তু আমার কাছে এই আশা রেখো না বরং আমার অনুগ্রহ তোমার স্বীকার করা উচিত। মেযবান বলেন, আমার উদ্দেশ্য মোটেই এটি দেখানো নয় যে, আপনার ওপর কোন অনুগ্রহ করেছি। আমি সত্যিই লজ্জিত যে, ভালোভাবে আপনার সেবা-যত্ন করা সম্ভব হয়নি, তবে আমার প্রতি আপনার যদি কোন অনুগ্রহ থেকে থাকে তাহলে তাও আপনি বলতে পারেন, আমি এর জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো। তখন অতিথি বলে, তুমি যাই বল, তোমার মনের খবর আমার ভালভাবে জানা আছে অর্থাৎ হৃদয়ে কি আছে তাও উদঘাটন করে নিয়েছে। মেহমান তাকে বলে, স্মরণ রেখ! আমাকে শুধু খাবারই খাইয়েছ এর বেশি তুমি আর কী করেছ আমার জন্য। কিন্তু তোমার প্রতি আমার অনুগ্রহ অনেক বড়। তুমি তোমার এই কক্ষ বা কামরার দিকে তাকাও যে কক্ষে আমাকে বসিয়েছ অর্থাৎ এই ড্রয়িংরুম, এতে বেশ কয়েক হাজার রুপির আসবাবপত্র পড়ে আছে। তুমি যখন খাবার আনার জন্য ভেতরে গিয়েছিলে আমি চাইলে দিয়াশলাই এর আগুনে এসব পুড়ে ভষ্মীভূত করে দিতে পারতাম। এখন তুমিই বল, আগুন লাগিয়ে দিলে এক পয়সার জিনিসও কি রক্ষা পেত? কিন্তু আমি এমনটি করিনি। আমার এই অনুগ্রহ কি কোনভাবে খাটো করে দেখার মতো? একথা শুনে গৃহকর্তা বলেন, সত্যিই আপনার অনুগ্রহ অনেক বড়, আমি এর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, আপনি আমার ঘর জ্বালিয়ে দেননি। অতএব দেখ! এমন মানুষও আছে যারা অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহকে বোঝা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে মনে করে, আমি এর প্রতি অনুগ্রহ করছি বা ইহসান করছি। অতএব একজন মু'মিনের অনুগ্রহকারীর প্রতি সত্যিকার অর্থেই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, এই ব্যক্তির মতো অকৃতজ্ঞ হওয়া উচিত নয়।

এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুরুব্বী ও মুবাল্লিগদেরকে নসীহত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণিত একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক বাদশাহ্ ছিল যে কোন পীরের গভীর ভক্ত এবং অনুরক্ত ছিল আর মন্ত্রীকে বলতো, আমার পীরের সাথে সাক্ষাৎ কর। কিন্তু মন্ত্রী যেহেতু তার পীরের স্বরূপ জানতো তাই তাকে এড়িয়ে চলতো। অবশেষে একদিন পীরের কাছে যাওয়ার সময় বাদশাহ্ মন্ত্রীকেও সাথে নিয়ে যায়। পীর সাহেব বাদশাহ্কে সম্বোধন করে বলে, বাদশাহ্ সালামত! ধর্মসেবা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। আলেকজান্ডার বাদশাহ্ ইসলামের অনেক সেবা করেছেন যার ফলে আজ পর্যন্ত তার সুখ্যাতি রয়েছে। (পূর্বেও অন্য কোন বরাতে আমি এটি বর্ণনা করেছি।) একথা শুনে মন্ত্রী বলেন, দেখুন হুযূর! পীর সাহেব ওলী হওয়ার পাশাপাশি ইতিহাসেরও অনেক পারদর্শী। আলেকজান্ডার তো ইসলামের (আবির্ভাবের) অনেক পূর্বেই অতিবাহিত হয়েছেন অথচ পীর সাহেব তার কথাই বলছেন। অর্থাৎ পীর সাহেব কেবল ওলীআল্লাহ্ই নন বরং মনে হচ্ছে তিনি অনেক বড় ঐতিহাসিকও কেননা; তিনি নতুন ইতিহাস রচনা করছেন। এর ফলে বাদশাহ্র হৃদয়ে পীরের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই কাহিনী বর্ণনা করার পর বলতেন, বৈঠকে আলোচিত বিষয়ের জ্ঞান যদি না থাকে তাহলে

মানুষ অন্যদের দৃষ্টিতে হেয় বা তুচ্ছ প্রমাণিত হয়। একইভাবে সভার নিয়ম কানুন বা আদবেরও জ্ঞান থাকা চাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কোন পরামর্শ সভা চলাকালে একজন বড় আলেম যদি সেখানে গিয়ে সবার সামনে শুয়ে পড়ে তাহলে কেউ তার জ্ঞানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না বরং মানুষের মনে তার সম্পর্কে বিরুপ ধারণা সৃষ্টি হবে। তাই যে সভাই হোক না কেন বা যেমন সভাই হোক না কেন একজন মুবাল্লিগ এবং মুরুব্বী যখন সেই সভায় যোগ দিবে তার সেই বৈঠক সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক। তাই প্রত্যেক মুবাল্লিগের ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, চিকিৎসা শাস্ত্র, কথা বলার রীতি নীতি, বৈঠকের নিয়ম কানুন ইত্যাদির অন্ততঃপক্ষে ততটুকু জ্ঞান থাকা আবশ্যক যতটা ভদ্রলোকদের বৈঠকে অংশ গ্রহণের জন্য আবশ্যক। আর এটি কঠিন কিছু নয়। স্বল্প পরিশ্রমেই তা আয়ত্ত হতে পারে। তাই জ্ঞানের সব শাখার প্রারম্ভিক পুস্তক-পুস্তিকা পড়ে নেয়া উচিত। এছাড়া আজকাল আমাদের মুরুব্বী ও মুবাল্লিগদের যুগের চলমান অবস্থা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় বা কারেন্ট এফেয়ার্স সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হয়। আর অনেক সময় যেহেতু রীতিমত পত্র পত্রিকা পড়া হয় না তাই সঠিক জ্ঞানও থাকে না বা খবরও শুনে না তাই জ্ঞান থাকে না অথবা কোন বিষয়ের যেহেতু গভীরে অবগাহন করে না তাই অনেক সময় বৈষয়িক মনমানসিকতার অধিকারী ব্যক্তিদের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে। অনেক স্থান থেকে এমন অভিযোগও আসে। তাই চলমান ঘটনাবলী সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আর যেই সভায় যায় সেই সভা সংক্রান্ত কিছুটা জ্ঞান অবশ্যই অর্জন করে যাওয়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। তিনি বলতেন, এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। সেই ব্যক্তি তাদের উভয়ের মাঝে তার ধন-সম্পদ বন্টন করে দেয়। ছোট ছেলে তার সব সম্পদ নিয়ে সুদূর কোন এলাকায় চলে যায় আর পুরো সম্পদ অপকর্মে নষ্ট করে। অবশেষে সে কোন ব্যক্তির রাখাল হিসেবে চাকরী নেয়। তার সবকিছু হারিয়ে যায়। অবশেষে তাকে মজদুরী করতে হয়। এমতাবস্থায় তার মনে পড়ে, আমার পিতার ঘরে কতই না এমন শ্রমিক বা মজদুর রয়েছে যারা বেহিসাব খাবার খাচ্ছে আর আমি এখানে মজদুরি করা সত্ত্বেও ক্ষুধায় মারা যাচ্ছি। তাই পিতার কাছে গিয়ে আমি একথা কেন বলি না যে, আমাকেও শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করুন। এরপর সে তার পিতার কাছে যায়। পিতা তাকে দেখে খুবই আনন্দিত হয় এবং তাকে বুকে টেনে নেয় আর চাকর-বাকরদের বলে, মোটা তাজা বাছুর এনে জবাই কর যেন আমরা তা উপভোগ করতে পারি। তার দ্বিতীয় ছেলে যাকে সম্পদ দেয়া হয়েছিল এবং যে ভালো ব্যবসা করছিল, এটি দেখে তার খুবই মন খারাপ করে। সে ভাবে, যে সবকিছু উড়িয়ে এসেছে তারই এত সেবা-যত্ন হচ্ছে। সে তার পিতাকে বলে, আমি এত বছর ধরে আপনার সেবা করছি, কোন সময় আপনার নির্দেশ অমান্য করিনি, কিন্তু আপনি কখনও একটি ছাগলের বাচ্চাও এই মর্মে দেননি যে, বন্ধুদের নিয়ে এটি উপভোগ কর। কিন্তু আপনার এই ছেলে যে আপনার পুরো সম্পদ বিলাসিতায় নষ্ট করে এসেছে তার ফিরে আসার পর আপনি আপনার পালিত বাছুর জবাই করিয়েছেন। তার পিতা তখন বলেন, তুমি সবসময় আমার কাছে আছ, আমার

যা কিছু আছে সবই তোমার। তোমার এই ভাইয়ের আগমনকে আমরা এজন্য উদযাপন করছি যে, সে মৃত ছিল, এখন জীবন ফিরে পেয়েছে, হারিয়ে গিয়েছিল, এখন তাকে ফিরে পেয়েছি। অতএব কোন ব্যক্তি যদি ভুল করে আর ভুলের পর আল্লাহ্‌র দরবারে ফিরে আসে এবং আল্লাহ্ তা'লার সামনে বিনত হয়ে নিজের ভুল স্বীকার করে আর অনুশোচনা করে তখন আল্লাহ্ তা'লা অবশ্যই এমন ব্যক্তির তওবা গ্রহণ করেন এবং তার প্রতি পূর্বের চেয়ে অধিক করুণা প্রদর্শন করেন। অতএব এক মু'মিন যে চায়, খোদা তালাও আমার সাথে এমন ব্যবহার করুন তারও উচিত খোদার এই বৈশিষ্ট্যাবলী ধারণ, গ্রহণ এবং অবলম্বন করে যেখানে সে দেখবে যে, তার ভাই, এমন ভাই যারা কোন ভুল ত্রুটি করেছে, যদি প্রকৃত আন্তরিকতার সাথে ক্ষমা চায় এবং ভুল ত্রুটি স্বীকার করে তাহলে তাদের মার্জনা করা উচিত। একই সাথে তাদের জন্য দোয়াও করা উচিত। আর যারা ক্ষমা চায় না তাদের জন্যও দোয়া করা উচিত যাতে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও আর আমাদেরও ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করেন এবং আমাদেরকেও মার্জনা করুন।

মানুষের চরিত্র সবসময় সুদৃঢ় এবং উন্নত হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, কখনও এক প্রকার আচরণ করব আর কখনও ভিন্ন আচরণ। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এক রাজা একবার বেগুন খেয়ে খুবই স্বাদ পায়। অনেকেই এই গল্প শুনে থাকবেন। দরবারে এসে সে বলে, বেগুন কতই না ভাল বা সুস্বাদু। রাজার একজন মোসাহেব ছিল, সেও বেগুনের প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। সে বলে, বাকি কথা বাদই দিলাম। এর চেহারা দেখুন! কত সুন্দর। আর মাথা এমন যেন কোন পীর সবুজ পাগড়ী পরে রেখেছে। আর তার নিলাভ পোষাকের সামনে আকাশের রঙও যেন ম্রিয়মান। আর গাছের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় একে এমন মনে হয় যেন কোন যুবরাজ দোল খাচ্ছে। সে এইভাবে বেগুনের প্রশংসা করতে থাকে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে বেগুনের যত উপকারি দিক ছিল তার প্রতিটি তুলে ধরে। এসব কথা শুনে রাজার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং কিছুদিন পর্যন্ত সে কেবল বেগুনই খেতে থাকে। বেগুন যেহেতু গরম হয়ে থাকে তাই কষ্ট আরম্ভ হয় এবং রাজা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এরপর একদিন রাজা বলে, বেগুন খুবই বাজে জিনিস। একই মোসাহেব বা সহচর তখন বেগুনের কুৎসা আরম্ভ করে। সে বলে, এর চেহারা দেখুন! কত কুৎসিত এবং কালো আর পা নীল। এরচেয়ে বেশি আর কি বলা যেতে পারে যে, কেউ যেন তাকে উল্টো লটকিয়ে রেখেছে যেভাবে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন প্রত্যেক জিনিসের উপকারী এবং অপকারী উভয় দিকই থাকে; সেই মোসাহেব বা সহচরও তখন চিকিৎসা শাে একজন বলে, ব্যাপার কি, সেদিন তো বেগুনের খুবই প্রশংসা করছিলে আর আজ এর কুৎসা করছো। অন্ততঃপক্ষে সত্য কথা বলা শিখ। সেই মোসাহেব উত্তর দেয়, আমি রাজার চাকর, বেগুনের চাকর নই। অধুনা মুসলমান বিশ্বে সচরাচর এমনটিই চোখে পড়ে আর এদেরকে দেখে আমাদেরও শিক্ষা নেয়া উচিত। চরিত্রের দিক থেকে বা আচার আচরণের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে উন্নত চরিত্র মুসলমানের হওয়া উচিত কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ এরাই চরিত্রের দিক থেকে

সবচেয়ে হীন এবং সবচেয়ে অধঃপতিত। সত্যের ওপর অবিচল থাকার তো প্রশ্নই উঠে না। যেখানেই স্বার্থ দেখে তার পেছনেই ছুটে, তা সে কোন নেতা হোক বা কোন সাধারণ মানুষই হোক না কেন। সত্যের ওপর অবিচল থাকার দাবি হলো, সঠিক এবং ভ্রান্তকে সামনে রেখে সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে পরামর্শ দেয়া এবং কোন মতামত ব্যক্ত করা

এরপর আমি আরো একটি ঘটনা বর্ণনা করছি, খোদার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্‌র সাথে সু-সম্পর্ক স্থাপনই সমস্যার সমাধান বয়ে আনে আর এই সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় তাক্বওয়া বা খোদাভীতির কল্যাণে। আমরা আহমদীরা, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে সঠিক ইসলামী শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপন করার দাবি করি, আমাদের এই জীবনের জন্য সর্বাবস্থায় খোদার দিকেই চেয়ে থাকা উচিত, খোদাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত, তাঁর সাথেই সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। আমাদের সাফল্য কখনও জাগতিক কথাবার্তায় আসতে পারে না। অতএব আমরা যদি নিজেদের হৃদয়ে খোদাভীতি এবং তাক্বওয়া সৃষ্টি করি তবেই আমরা সাফল্য পাব। এমনটি যদি হয় তাহলে ফিরিশ্‌তারা আমাদের চলার পথ সুগম করবে, ইনশাআল্লাহ্।

অতএব আমাদের সবার একথা ভাবতে হবে, আমাদের তাক্বওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে এবং খোদার সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, একজন দুনিয়াদার মানুষের সাথে সম্পর্ক যেখানে একজন জগৎ-পূজারীর জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে সেখানে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক তার চেয়ে হাজার বরং লক্ষ গুণ বেশি উপকারী হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি গল্প বা কাহিনী বর্ণনা করতেন, এক ব্যক্তি কোন সফরে যাত্রার পূর্বে কাজীর কাছে কিছু রুপি আমানতস্বরূপ রেখে যায়, দীর্ঘদিন পর ফিরে এসে সে যখন রুপি ফেরত চায়, কাজীর রূপী ফেরত দেয়ার ইচ্ছা বদলে যায়, সে বলে, মিঞাঁ বিবেক বুদ্ধি খাটাও, কোন রুপির কথা বলছ, আমার কাছে কখন রুপি রেখেছিলে? তার কাছে লিখিত কোন প্রমাণ ছিল না, কেননা সে মনে করতো, কাজী সাহেবের ব্যক্তিত্বই প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট। কাজী সাহেব বলে, যদি কোন রুপি রেখে গিয়ে থাক তাহলে প্রমাণ নিয়ে আস, কোন রশীদ দেখাও বা কোন স্বাক্ষী নিয়ে আস। সে স্মরণ করানোর অনেক চেষ্টা করে কিন্তু কাজী বলে, কিছুই রাখনি, তোমার কাণ্ড-জ্ঞান লোপ পেয়েছে, কোন রুপি রেখে যাও নি। অবশেষে সে বাদশাহ্‌র কাছে অভিযোগ করে। বাদশাহ্ বলে, আমি বিচারিক দৃষ্টিকোণ থেকে তোমার পক্ষে কিছুই করতে পারব না, তোমার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিতে আমি বাধ্য, কেননা লিখিত কোন প্রমাণ নেই আর স্বাক্ষীও নেই, হ্যাঁ, একটি কৌশল তোমাকে বাতলে দিচ্ছি, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তাতে তোমার উপকার হতে পারে। অমুক দিন আমার শোভাযাত্রা বের হবে আর কাজীও তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে, বাদশাহ্ শহরে ঘুরবেন। তুমিও তার সাথে কোন স্থানে দাঁড়িয়ে যেয়ো। আমি তোমার কাছে পৌঁছে তোমার সাথে অকৃত্রিমভাবে কথা-বার্তা বলব, যেমন বলব যে তুমি আমার সাথে দেখা করতে কেন আসনি, দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ হয়নি, এ ধরণের কথা বলব। আর তুমি আমাকে বলো, কিছু দুঃশ্চিন্তা ছিল, সমস্যা

ছিল, তাই উপস্থিত হতে পারি নি। সেই ব্যক্তি কার্যতঃ এমনটিই করে। শোভাযাত্রার দিন সে কাজী সাহেবের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়, বাদশাহ্ আসেন এবং কাজী সাহেবের পরিবর্তে সেই ব্যক্তিকে সম্বোধন করে কথা বলা আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, তুমি চলে গিয়েছ, দীর্ঘদিন সাক্ষাৎ হয়নি, সফরের পুরো বৃত্তান্ত সে শোনায়। এরপর বাদশাহ্ বলে, ফিরে এসে কেন দেখা কর নাই? সে বলে, কিছু সমস্যা ছিল, কিছু উসুলী ইত্যাদির কাজ ছিল। বাদশাহ্ তাকে বলেন, তোমার তবুও দেখা করা উচিত ছিল, ঘন ঘন সাক্ষাতের জন্য এসো। বাদশাহ্র শোভাযাত্রা যখন চলে যায় তখন কাজী সাহেব সেই ব্যক্তিকে বলে, মিঞাঁ কথা শোন! তুমি সেদিন আমার কাছে এসেছিলে আর কোন আমানতের কথা বলছিলে, আমি এখন বয়োবৃদ্ধ মানুষ, স্মৃতিশক্তি খুব একটা কাজ করে না, আমাকে কিছু লক্ষণাবলীর কথা স্মরণ করাও, তাহলে মনে পড়তে পারে। পূর্বে কাজী সাহেবের সাথে যেসব কথা হয়েছিল তিনি সেসব কথারই পুনরাবৃত্তি করে। কাজী সাহেব তখন বলে আচ্ছা, অমুক ধরণের থলি ছিল তোমার যা আমার কাছে পড়ে আছে, এসে নিয়ে যাও, আর এনে তাকে রুপি দিয়ে দেয়। এই কাহিনী শুনিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এই পৃথিবীর বিরোধিতার কিসের ভয়, বড় থেকে বড় কোন জেনারেলও তরবারী বা গুলি ইত্যাদি দ্বারাই ক্ষতি সাধন করতে পারে কিন্তু এসব এসবই আমাদের খোদার। যদি তিনি বলেন, এভাবে আঘাত করো না তাহলে কে করতে পারে? অতএব খোদার সাথেই বান্দার বন্ধুত্ব করা উচিত, তাঁকেই ভালোবাসা উচিত, ভয় করলে বা মরলে মারলে কোন কার্য সিদ্ধি হতে পারে না। উন্নতির রহস্য হলো, নিজেকে খোদার হাতে সমর্পণ করা আর তিনি যে দিকে নিয়ে যেতে চান সেদিকে ধাবিত হওয়া।

একজন প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় কী? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সত্যিকার মু'মিনের তুলনা করতেন সত্যিকার বা প্রকৃত বন্ধুর সাথে, তিনি বলতেন, কোন এক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল, তার ছেলের কিছু ভবঘুরে বা বাউন্ডলে বন্ধু ছিল। তার পিতা তাকে বুঝায়, এরা তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়, এরা শুধু লোভের বশবর্তী হয়ে তোমার কাছে আসে, নতুবা তাদের একজনও এমন নেই যে তোমার প্রতি বিশ্বস্ত। কিন্তু সেই ছেলে পিতাকে উত্তর দেয়, মনে হয় যেন আপনি জীবনে কোন সত্যিকার বন্ধু পান নি, তাই সবার সম্পর্কে একই ধারণা পোষণ করেন। আমার বন্ধুরা এমন নয়, তারা পরম বিশ্বস্ত, আমার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও তারা প্রস্তুত। পিতা তাকে বুঝান, সত্যিকার বন্ধু পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। পিতা বলেন, সারা জীবনে আমি একজন মাত্র সত্যিকার বন্ধু পেয়েছি। কিন্তু সেই ছেলে তার হঠকারিতায় ছিল অনড়। কিছু দিন পর সে পিতার কাছে খরচের কিছু টাকা চায়, পিতা বলে, আমি তোমার খরচ চালাতে পারব না, তোমার বন্ধুদের কাছে চাও, আমার কাছে এখন কিছুই নেই। সত্যিকার অর্থে পিতা ছেলের বন্ধুদের পরীক্ষা করার কোন সুযোগ খুঁজছিলেন। পিতার না করে দিয়েছে এটি যখন বন্ধুরা জানতে পারে যে, ঘর থেকে তাকে না করে দেয়া হয়েছে তখন বন্ধুরা তার কাছে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়, মেলা-মেশা ছেড়ে দেয়। অবশেষে নিরূপায় হয়ে এই ছেলে নিজেই বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য তাদের ঘরে যায়। কিন্তু যে বন্ধুর দরজায়ই কড়া নাড়তো সে ভেতর

থেকে সংবাদ পাঠাতো যে, সে ঘরে নেই, কোথাও বাইরে গিয়েছে বা সে অসুস্থ এখন দেখা করা সম্ভব নয়। এভাবে সে সারা দিন ঘুরে বেড়ালেও কোন বন্ধুই তার সাথে দেখা করার জন্য বাহিরে আসে নি, অবশেষে সন্ধ্যা বেলা বাসায় ফিরে আসে। পিতা তখন জিজ্ঞেস করেন, বন্ধুরা কি উত্তর দিয়েছে? সে বলে, সবাই হারাম খোর, অকৃতজ্ঞ, কেউ কোন বাহানা করেছে, কেউ অন্য কোন অজুহাত দেখিয়েছে। পিতা বলেন, আমি কি তোমাকে পূর্বেই একথা বলিনি যে, এরা বিশ্বস্ত নয়। ভাল হয়েছে, তোমারও একটা অভিজ্ঞতা হলো। এসো এখন আমার বন্ধুর সাথে তোমার সাক্ষাৎ করাই। এরপর তারা পাশেই এক জায়গায় যায় যেখানে তার এক বন্ধু বসবাস করতো। সেই বন্ধু কোন জায়গায় সিপাহী হিসেবে কাজ করত। পিতা-পুত্র উভয়ে তার ঘরে পৌঁছে দরজার কড়া নাড়ে। ভেতর থেকে আওয়াজ আসে যে, আমি আসছি। অনেক সময় পার হয়ে গেলেও দরজা খোলার জন্য কেউ আসেনি। তখন ছেলের হৃদয়ে বিভিন্ন চিন্তাধারার উদয় হতে থাকে, সে তার পিতাকে বলে, আব্বু! মনে হয় আপনার বন্ধুও আমার বন্ধুদের মতই। তিনি বলেন, কিছুক্ষণ অপেক্ষা কর। এরপর আরও কিছুটা সময় কেটে যায়। এরপর দরজা খুলে সেই বন্ধু যখন বাহিরে আসে তখন তার গলায় একটি তরবারী ঝুলছিল, এক হাতে ছিল একটি থলি আর অন্য হাতে ছিল স্ত্রীর বাহু। দরজা খুলেই সে বলে, আমায় ক্ষমা করবেন, আপনার কষ্ট হয়েছে, আমি তাড়াতাড়ি আসতে পারি নি, দ্রুত আসতে না পারার কারণ হলো, আপনি যখন কড়া নাড়েন তখনই আমি বুঝতে পেরেছি, নিশ্চয় বিশেষ কোন কারণ আছে যে কারণে আপনি নিজেই এসেছেন নতুবা আপনি কোন চাকরকেও পাঠাতে পারতেন। আমি যখন দরজা খুলতে চাইলাম তখন হঠাৎ করে আমার মনে পড়লো, হয়তো কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমার কাছে এই তিনটি জিনিসই ছিল, একটি তরবারী আর একটি থলি যাতে আমার এক বছরের খরচ রয়েছে, কয়েকশত রুপি আছে, আর আমার স্ত্রী এজন্য এসেছে যে, হয়তো আপনার ঘরে কোন সমস্যা হয়েছে তাই সে খিদমতের জন্য এসেছে। আর দেরী হওয়ার কারণ হলো আমার এই থলিটি মাটির নিচে পুঁতে রাখা ছিল যা বের করতে সময় লেগেছে। এরপর ভাবলাম, হয়তো এমন কোন সমস্যার উদয় হয়েছে যেখানে কোন সাহসী ব্যক্তি কাজে আসতে পারে তাই তরবারী সাথে নিয়ে এসেছি, জীবনের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমার জীবনও যেন উৎসর্গ করতে পারি। এরপর আমি ভাবলাম, যদিও আপনি সম্পদশালী কিন্তু হয়তো এমন কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে যার ফলে আপনার সকল সম্পদ হারিয়ে গেছে আর আমি হয়তো অর্থের মাধ্যমে আপনার সাহায্য করতে পারি, এ কারণেই এই থলি সাথে এনেছি। এরপর ভাবলাম, রোগ-ব্যাধি মানুষের নিত্য সাথী, হতে পারে আপনার ঘরে বা আপনার স্ত্রীর কোন সমস্যা হতে পারে, তাই আমার স্ত্রীকেও সাথে নিয়ে এসেছি যেন সে সেবা করতে পারে। সেই সম্পদশালী ব্যক্তি বলেন, হে আমার বন্ধু! আমার এখন কোন সাহায্যের প্রয়োজন নেই আর আমি এমন কোন সমস্যারও সম্মুখীন নই বরং আমি কেবল আমার ছেলেকে শেখাতে নিয়ে এসেছি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলতেন, এটিই হলো প্রকৃত বন্ধুত্ব আর এর চেয়েও ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব মানুষের আল্লাহ্‌র সাথে স্থাপন করা উচিত এবং নিজ প্রাণ,

সম্পদ এবং যাকিছু আছে তার সব কিছু উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। এক বন্ধু যেভাবে কখনও মানায় আবার কখনও মানে, অনুরূপভাবে মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ্ তা'লার পথে ত্যাগ স্বীকার অব্যাহত রাখা। খোদা তা'লা আমাদের কত কথা মানেন। দিবা-রাত্র আমরা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতরাজি ভোগ করি। তিনি আমাদের আরাম-আয়েশের জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সেসব আমরা ব্যবহার করি। কোন্ অধিকার বলে আমরা এগুলোকে উপভোগ করছি বা ভোগ করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কত বাসনা পূর্ণ করেন। দু'একবার আমাদের ইচ্ছা-পরিপন্থী কিছু হলে মানুষ খোদা সম্পর্কে কত ঘৃণ্য কু-ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করে। আসল বিষয় হলো, স্বাচ্ছন্দ্য হোক বা অস্বাচ্ছন্দ্য আর সুখ হোক বা দুঃখ, সর্বাবস্থায় অবিচল থাকা উচিত, সে যেন দোদুল্যমান না হয়।

অতএব যারা যথাযথভাবে নামায পড়ে না তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। এমন মানুষ যারা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার অঙ্গীকার রক্ষা করে না তাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। এমন মানুষ যারা আহমদীয়াতের কল্যাণে এখানে এসেছে কিন্তু এখানে এসে ভুলে গেছে যে, আহমদীয়াতের সুবাদেই তারা এখানে থাকার এবং নাগরিক সুযোগ-সুবিধার অধিকার পেয়েছে। এমন লোকদের জামাতের খিদমতের জন্য এগিয়ে আসা উচিত। কিন্তু এটি তারা ভুলে যায় এবং আপত্তিও করতে আরম্ভ করে। এমন মানুষ ভালো ইবাদতকারীও নয় এবং বিশ্বস্তও নয়। বিশ্বস্ততা হলো যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, স্বাচ্ছন্দ্য-অস্বাচ্ছন্দ্য, সুখ-দুঃখ উভয় অবস্থায় এর উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। খোদা তা'লার জন্য সর্বাবস্থায় এবং সর্বদা তাঁর দ্বারে উপস্থিত থেকে কুরবানীর জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখা উচিত। নবীগণ এবং খোদার বান্দাদের ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের দাবি রক্ষাকারী যেই ব্যক্তির ঘটনা আমি এই মাত্র শুনিয়েছি তা কীভাবে প্রযোজ্য হয় তাও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) খুব সুন্দরভাবে এবং চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরেছেন। যেখানে ভালোবাসা থাকে সেখানে যুক্তি প্রমাণ চাওয়া হয় না, সেখানে মানুষ প্রথমে আনুগত্যের ঘোষণা দেয় এরপর চিন্তা করে, এই নির্দেশ আমি কীভাবে পালন করতে পারি। নবীদের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। খোদার প্রথম বাণী যখন অবতীর্ণ হয় তখন তাদের হৃদয়ে খোদাপ্রেম এমন পর্যায়ে উপনীত থাকে যে, তারা কোন যুক্তি প্রমাণ দাবি করে না আর খোদার বাণী যখন তাদের কানে পৌঁছে তারা এ কথা বলেন না যে, হে খোদা! তুমি কি আমাদের সাথে হাসি-ঠাট্টা করছ, কোথায় আমরা আর কোথায় এই কাজ, বরং তারা বলেন, হে আমাদের প্রভু! খুব ভাল কথা এবং একথা বলেই সেই কাজের জন্য দন্ডায়মান হয়ে যায়। এরপর চিন্তা করে, এখন কি কর্মপন্থা নির্ধারণ করা উচিত। মহানবী (সা.) একথাই করেছেন। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও সে রাতে এমনটিই করেছেন যে রাতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন, উঠ এবং পৃথিবীর হিদায়াতের জন্য দন্ডায়মান হও। আর তিনি সঙ্গে সঙ্গে দন্ডায়মান হন এবং এরপর চিন্তা করতে আরম্ভ করেন, এ কাজ কীভাবে সাধিত হতে পারে।

অতএব আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন একথা বলছিলেন, তখন পঞ্চাশ বছর ছিল কিন্তু আজকে এই কথার প্রায় ১২৫ বছর কেটে গেছে বরং ১২৬ বা ১২৭ বছর হবে। তিনি (রা.) বলেন, আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বের সেই ঐতিহাসিক রাত যা পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সফল অস্ত্র প্রমাণিত হবে, যা ভবিষ্যৎ জগতের জন্য প্রথম রাত এবং প্রথম দিন আখ্যা পাওয়ার কথা, সেই রাতের কথা যদি আমারা চিন্তা করি তাহলে আমাদের হৃদয় এই আনন্দকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবে। আমাদের ক'জন এমন আছে যারা চিন্তা করে যে, এই আনন্দ কোন্ বিশেষ মুহূর্তে বা কি কারণে তারা লাভ করেছেন? অর্থাৎ যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছেন। এই আনন্দ এবং প্রশান্তিপূর্ণ মাহেন্দ্রক্ষণ কোন বরকতময় মুহূর্তের সুবাদে লাভ হয়েছে? কোন অমানিশার পর তাদের জীবনে সফলতার এই প্রভাত উদিত হয়েছে? অনেকেই মসীহ্ মওউদের অপেক্ষায় এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে কিন্তু যারা গ্রহণ করেছে এবং গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে তারা এভাবে চিন্তা করে যে, এই আনন্দ, এই প্রশান্তি, এই সফলতা এবং এই সাফল্য সেই বিশেষ মুহূর্ত এবং রাতের কল্যাণে লাভ হয়েছে যখন এক নিঃসঙ্গ বান্দা যিনি পৃথিবীর দৃষ্টিতে তুচ্ছ এবং সমস্ত জাগতিক উপায় উপকরণ থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তাকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, উঠ এবং বিশ্ববাসীর হিদায়তের জন্য দন্ডায়মান হও। তিনি উত্তর দেন, হে আল্লাহ্! আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এই ছিল সেই বিশ্বস্ততা, এটি ভালোবাসার সেই পরম বহিঃপ্রকাশ ছিল যেটিকে খোদা তা'লা গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিয়েছেন এবং নিজ অপার করুণায় তা গ্রহণ করেছেন। হাসি এবং ক্রন্দন উভয়টি খোদা তা'লার সত্তার ক্ষেত্রে অকল্পনীয়, খোদা হাসেনও না কাঁদেনও না, কিন্তু ভালোবাসার সংলাপে, ভালোবাসার আলাপচারিতায় এমন কথা এসেই যায়। যেভাবে হাদীসেও আছে, একজন সাহাবী আতিথ্য করেন খোদা তা'লা তাদের কাজে আনন্দিত হন এবং হাসেন। যাহোক তিনি বলেন, আমি বলছি, খোদারও যদি কাঁদার রীতি থাকতো বা হাসার রীতি থাকতো তাহলে আল্লাহ্ তা'লা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেছিলেন যে, আমি তোমাকে জগদ্বাসীর সংশোধনের জন্য দন্ডায়মান করছি এবং তিনি (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে দাঁড়িয়ে যান এমনকি তিনি ভাবেনও নি যে, এ কাজ আমার হাতে কীভাবে সাধিত হতে পারে? যদি তখন খোদার জন্য কাঁদার রীতি থাকত তাহলে আমি নিশ্চিত, খোদা কেঁদে উঠতেন আর খোদার জন্য যদি হাসার নিয়ম থাকত তাহলে অবশ্যই তিনি হেসে উঠতেন। তিনি হাসতেন বাহ্যতঃ এই নির্বুদ্ধিতা প্রসূত দাবির কারণে যে, সারা পৃথিবীকে মোকাবিলা করার দাবি করছে এক দুর্বল এবং অক্ষম বান্দা, আর তিনি কাঁদতেন সেই ভালোবাসার প্রেরণা দেখে যা সেই নিঃসঙ্গ এবং সহায় সম্বলহীন ব্যক্তি প্রকাশ করে। এই প্রকৃত বন্ধুত্বই খোদার দরবারে গৃহীত হয়েছে। অতএব সত্যিকার বন্ধুত্বই অর্থাৎ এমন প্রকৃত বন্ধুত্বই পৃথিবীতে কাজে আসে। দুই বন্ধুর যে ঘটনা আমি শুনিয়েছি অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্র ব্যক্তির ঘটনা আমি বর্ণনা করেছি তা তিনি এরপর বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর মানুষের ভাষায় এটি বন্ধুত্বের এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এমন আন্তরিকতা দেখে মানুষ হৃদয়ে এক প্রবল আবেগ ও উচ্ছাস

অনুভব না করে পারে না কিন্তু এরূপ বন্ধুত্বের বহিঃপ্রকাশ সেই বন্ধুত্বের মোকাবিলায় কিছুই নয়, যা নবী, আল্লাহ্ তা'লার জন্য প্রকাশ করে থাকেন। সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে থাকে সমস্যা। সেখানে প্রতিটি পদক্ষেপে ত্যাগ স্বীকার করতে হয় আর প্রতিটি পদক্ষেপে সমস্যায় জর্জরিত হতে হয়। অতএব নবীরা খোদাকে এমনই উত্তর দেন বরং তার চেয়েও অনেক মহান হয়ে থাকে যা সেই দরিদ্র ব্যক্তি ধনী ব্যক্তিকে দিয়েছেন। আমরা সামগ্রীক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি তাকাই আর যুক্তির নিরিখে যদি তার সম্পর্কে ভাবি, তাহলে সেই দরিদ্র ব্যক্তির আচরণ নিঃসন্দেহে হাস্যষ্কর মনে হয়। কেননা সেই ধনী ব্যক্তির সহস্র সহস্র কর্মচারী ছিল, তাদের বর্তমানে তার স্ত্রী অতিরিক্ত কি আর সেবা দিতে পারত। এছাড়া তার লক্ষ লক্ষ রূপি ছিল, একশ' বা দেড়শ' রুপির থলিতে তার কিইবা লাভ হতো?। এছাড়া তার অনেক পাহারাদার এবং নিরাপত্তারক্ষী ছিল এই লোকের তরবারী তাকে এমন আর কি অতিরিক্ত নিরাপত্তা দিতে পারত? কিন্তু ভালোবাসার আতিশয্যে সে একথা চিন্তা করেনি যে, আমার তরবারী কি কাজে আসবে? আমার সামান্য রুপি নিলে কি লাভ হবে? আমার স্ত্রী কিইবা সেবা করবে? সে শুধু একথাই চিন্তা করেছে যে, আমার কাছে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমার হাজির হওয়া উচিত। অতএব ভালোবাসার পরম আবেগ যখন মাথাচাড়া দেয় বিবেক সেখানে কোন কাজে আসে না, ভালোবাসা বিবেককে তখন ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর ভালোবাসা দুঃশ্চিন্তাকেও দূরে ছুঁড়ে ফেলে এবং ভালোবাসা বা প্রেম নিজে সামনে এসে যায়। যেভাবে চিল যখন মুরগীর ছানার ওপর হামলা করে মুরগী-ছানাকে একত্রিত করে নিজ ডানার নিচে লুকিয়ে রাখে। অনেক সময় ভালোবাসা মানুষের হাতে এমন কাজ করায় যে, দুনিয়ার মানুষ সেটিকে উন্মাদনা-প্রসূত কাজ আখ্যায়িত করে কিন্তু সত্যিকার অর্থে সেই উন্মাদনা পৃথিবীর সকল বিবেক বুদ্ধির চেয়ে বেশি মূল্যবান হয়ে থাকে। পৃথিবীর সকল বিবেক বুদ্ধি এক উন্মাদনা প্রসূত-কাজের জন্য উৎসর্গ করা যেতে পারে। প্রকৃত বিবেক-বুদ্ধি সেটিই যা ভালোবাসার ফলে প্রকাশ পায়। এটি স্মরণ রাখার মত কথা, প্রকৃত বিবেক-বুদ্ধি সেটিই যা ভালোবাসার ফলে সৃষ্টি হয়। নবী যখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এই আওয়াজ পান যে, আল্লাহ্ তা'লা আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, খোদা তা'লা সম্মান এবং মাহাত্ম্যের স্রষ্টা, খোদা তা'লা বাদশাহ্দের ফকির আর ফকিরদের বাদশাহ্ বানানোর মালিক, তিনি রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা বা রাজত্ব ধ্বংসকারী খোদা, তিনি সম্পদদাতা এবং সম্পদ প্রত্যাহারকারী খোদা, তিনি রিয্ক দাতা এবং জীবিকা প্রত্যাহারকারী খোদা, তিনি আকাশ এবং পৃথিবীর প্রতিটি অণুপরমাণু এবং পুরো বিশ্ব জগতের খোদা। তিনি এক দুর্বল ও অক্ষম মানুষকে আওয়াজ দেন যে, আমি সাহায্যের মুখাপেক্ষী, আমাকে সাহায্য কর, তখন সেই দুর্বল এবং উপায়হীন বা নিরূপায় ব্যক্তি যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন না, তিনি একথা বলেন না যে, হুযূর! কি বলছেন? আল্লাহ্ তা'লা কি সাহায্যের মুখাপেক্ষী, হে আল্লাহ্ তুমি কি সাহায্যের মুখাপেক্ষী, তুমি তো আকাশ এবং পৃথিবীর স্রষ্টা। আমি কাঙ্গাল, দরিদ্র এবং অক্ষম মানুষ, আমি তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি? সে এসব কথা বলে না বরং সেই দুর্বল, অক্ষম এবং জীর্ণ-শীর্ণ দেহ নিয়ে সে দাঁড়ায় আর বলে, আমি উপস্থিত, হে আল্লাহ্! আমি উপস্থিত। কে আছে, যে

এই আবেগের গভীরতার কথা ধারণাও করতে পারে, শুধু সেই ব্যক্তি ব্যতিরেকে যে এই প্রেমের স্বাদ কিছুটা হলেও পেয়েছে। তিনি বলেন, আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে, তখন ছিল ৫০ বছর পূর্বে কিন্তু আজকের নিরিখে ১২৬ বছর পূর্বে একই খোদা পুনরায় এই আওয়াজ উত্তোলন করেন এবং কাদিয়ানের নিভৃত এক কোণে বসবাসকারী এক ব্যক্তিকে বলেন, আমার সাহায্যের প্রয়োজন, আমাকে পৃথিবীতে লাঞ্ছিত করা হয়েছে আর পৃথিবীতে আমার কোন সম্মান নেই, পৃথিবীতে আমার নাম নেওয়ার কেউ নেই, আমি সহায় সম্বলহীন এক অসহায় সত্তা। হে আমার বান্দা! আমাকে সাহায্য কর। তখন সেই বান্দা এই কথা চিন্তা করেন নি যে, কে কথা বলছেন আর যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে সে কে, তার যুক্তি বা বুদ্ধি এই প্রশ্ন উঠায়নি যে, যিনি আমাকে ডাকছেন তাঁর কাছে তো সর্বশক্তি রয়েছে, আমি কীভাবে তাকে সাহায্য করতে পারি? তার প্রেম তার হৃদয়ে এক প্রকার অগ্নি সঞ্চার করে অর্থাৎ যখন খোদার পয়গাম পান তখন খোদার ভালোবাসা তার হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি পাগলপ্রায় হয়ে এবং খালি হাতে, আবেগের আতিশয্যে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, হে আমার আল্লাহ্! হে আমার প্রভু! আমি উপস্থিত, হে আমার প্রভু! আমি উপস্থিত। আমি ধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করব।

অতএব আজ আমরা যারা খোদার ভালোবাসায় নিবেদিত এবং খোদার বাণীকে পৃথিবীময় প্রচারের অঙ্গীকার নিয়ে দন্ডায়মান এই ব্যক্তিকে মানার দাবি করি, আজকে আমরা আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ দাসের হাতে যারা বয়আতের দাবি করি, যদি আজকে আমরা মনে করি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমণের মাধ্যমে খোদার প্রতিশ্রুতি রক্ষা হয়েছে এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর ইসলাম রেনেঁসার যুগে প্রবেশ করেছে, এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে এটি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছবে। যদি আমরা এ কারণে তাঁর হাতে বয়আতের এই অঙ্গীকার করি যে, আমরা তাঁর কাজে তাঁর সাহায্যকারী হব, তাহলে আমাদেরকেও সমস্ত শক্তি সামর্থ দিয়ে, যাই আছে আমাদের মাঝে, তা স্বল্প হোক বা বেশি, তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসা উচিত এবং আল্লাহ্‌র প্রতিও, তাঁর রসূলের প্রতিও এবং তাঁর মসীহ্‌র প্রতিও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করা উচিত। নিজেদের জীবনে, ব্যবহারিক অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করা উচিত, নিজেদের বিশ্বস্ততার মান উন্নত করা উচিত, আর সেভাবেই সকল ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকা উচিত যেভাবে সেই দরিদ্র বন্ধু তার ধনী বন্ধুর জন্য সবকিছু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।